40

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারি

আবারও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথমে খবর পাওয়া গিয়াছিল ইংরেজীর প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্রের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় অংশের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে। পরে জানা গিয়াছে, গণিত ও ভূগোলসহ ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত এবং সামনে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হইয়া থাকিতে পারে। বৃহস্পতিবার ইংরেজী প্রথম পত্র, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই পত্রিকায় ফাঁস হইয়া যাওয়া প্রশ্ন প্রায় হুবহু ছাপা হইয়াছে। বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়, পত্রিকায় এইরূপ সপ্রমাণ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণে অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নেন। ঢাকা বোর্ডের ভার-প্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রথমে বলেন, তাহারা নাকি প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে কোন অভি-যোগ পান নাই। তাহার পর শনিবারে অনুষ্ঠেয় ইংরেজী দ্বিতীয়-পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশ এবং সর্বশেষ ইংরেজী দ্বিতীয়পত্র পরী-ক্ষার পুরাটাই স্থগিত করা হয়। মজার ব্যাপার হইতেছে ফাঁস হইয়া যাওয়া প্রশ্নপত্র দ্বারা অনু-ষ্ঠিত ইংরেজী প্রথমপত্র পরীক্ষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয় নাই। দুঃখজনক হইলেও সত্য, দেশের শিক্ষা বোর্ড-গুলির ট্রাডিশন ইহাই—যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, দোষীদের চিহ্নিত না করা বা চিহ্নিত করা হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। কর্তৃ-পক্ষীয় এই ঔদাসীন্যের কারণে আজ 'বোর্ডের পরীক্ষা' আর 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' যেন একে অপরের পরিপূরক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা ভাবিয়া অবাক হই, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশে শিক্ষার মান নামিতে নামিতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে। পরীক্ষা হইতেছে শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম। পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে অনু-ষ্ঠান করা না যায়, পরীক্ষা গ্রহণের কোন পর্যায়ে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস বা নকলের মত ঘটনা ঘটে তাহা হইলে মেধা যাচাইয়ের কাজটিই শুধু ব্যাহত হয় না, উচ্চতর মেধার অধিকারী পরীক্ষার্থী প্রাথিত ফল হইতে বঞ্চিত এবং অযোগ্য পরী-ক্ষার্থী লাভবান হয়। গত বৎসর হইতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম চালু হই-য়াছে। তাই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং মেধা যাচাই অধিক-তর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন আলামত দেখা যাইতেছে না। এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র যেমন ফাঁস হইয়াছে তেমনি বহু পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢালাও নকল চলিতেছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থা কোনক্রমেই চলিতে দেওয়া যায় না। বোর্ডের পরীক্ষায় তো বটেই, বিশ্ববিদ্যা-লয়সহ সকল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা, স্বচ্ছতা এবং সততা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আর সেজন্য প্রয়োজনে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অযোগ্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার উচ্ছেদ করিতে হইবে।

এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বোর্ডের পক্ষ হইতে ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিত-রণে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী-দের কোন হাত থাকার অবকাশ নাই, প্রশ্নপত্র ফাঁস হইতে পারে বিজি প্রেস, জেলা প্রশাসন বা পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যায় হইতে। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে প্রণীত প্রশ্নপত্র কি প্রণেতা সরাসরি বিজি প্রেসে পাঠান? বোর্ডের দায় এড়ানোর ব্যাখ্যা কতখানি যথার্থ তাহা এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভরশীল। দেশের শিক্ষা বোর্ড-গুলিতে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার ভয়াবহ বিস্তার সম্পর্কে নূতন করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট বা নম্বরপত্র সংগ্রহের জন্য পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের উৎকোচ দিতে হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। এহেন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের সহায়তা-কারী থাকা একেবারেই অসম্ভব, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। যাহা হউক, তদন্ত কমিটি গঠিত হই-য়াছে। আমরা আশা করিতে চাই তদন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই জঘন্য অপরাধের সহিত যে বা যাহারা জড়িত তাহাদের সনাক্ত করিয়া দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত যে সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেই পরীক্ষা-গুলি বাতিল করিয়া পুনরায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে আগামী পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।